সংবাদ

তারিখ 23 MAY 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩

চবির ১২ হত্যাকাণ্ড : বিচার হয়নি আজও, নথিপত্র কোথায় জানে না কেউ

প্রতিনিধি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

নব্বইয়ের পর থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটে যাওয়া ১২টি হত্যাকাণ্ডের একটিরও বিচার হয়নি আজও। এসব হত্যা মামলার কী অবস্থা তাও জানে না চবি কর্তৃপক্ষ। তবে প্রত্যেকটি হত্যাকাণ্ডের পর চবি প্রশাসন তাদের পরিবারকে সুষ্ঠু বিচার পাইয়ে দেয়ার আশ্বাস দিলেও এখনও তারা তা দিতে পারেনি। এমনকি ওই ১২ হত্যা মামলার নথিপত্র কোথায় আছে তাও জানে না চবি কর্তৃপক্ষ। এসব দেখার দায়িত্ব মূলত চবি প্রক্টরের থাকলেও বর্তমান প্রক্টর এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না বলে 'সংবাদ'কে জানান।

এদিকে ঘটে যাওয়া এসব হত্যাকাণ্ডের বিচারের আশায় এখনও তাদের পরিবার চবি প্রশাসন, সংশ্লিষ্ট থানায় বারবার ধরনা দিয়েও কোন লাভ হয়নি। তারা অভিযোগ করে বলেন, এসব হত্যাকাণ্ডের অনেক মূল আসামি বর্তমানে পুলিশের বড় কর্মকর্তা হতে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক পর্যন্ত হয়েছেন। তারাই মূলত এসব হত্যাকাণ্ডগুলো যাতে আলোর মুখ না দেখে সে ব্যবস্থা করেছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে মূলত রাজনৈতিক সহিংসতা শুরু হয় ১৯৮৬ সালে। এ সময় ছাত্রশিবির পুরো ক্যাম্পাস দখল করে নেয়। এরপর ১৯৯০ সালের ২০ ডিসেম্বর চাকসুর শেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ভরাডুবি হয় শিবিরের। সে সময় চাকসুর বিজয় মিছিলে শিবির হামলা চালায়। হামলায় তৎকালীন চবি উপাচার্য-প্রফেসর

কেউ : পৃঃ ২ কঃ ৪

কেউ : জানে না

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দিনসহ শিক্ষক-ছাত্র মিলে প্রায় ৫০ জন গুরুতর আহত হন। গুরুতর আহত ছাত্রমৈত্রীর তৎকালীন সহ-সভাপতি ফারুকুজ্জামান ফারুককে চমেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে ২২ ডিসেম্বর হাসপাতালেই মারা যায় ফারুক। সে সময় এ হত্যাকাণ্ড নিয়ে পুরো দেশজুড়ে তোলপাড় শুরু হয়। চবি প্রশাসন সে সময় শিবির নেতা মো. মোজাম্মেল হক এবং মো. নেসারুল করিমসহ বেশ কয়েকজনকে দায়ী করে হত্যা মামলা দায়ের করে; কিন্তু হত্যা মামলার ওই দুই প্রধান আসামি বর্তমানে চবি'র দর্শন বিভাগ এবং ফাইন্যান্স ও ব্যাংকিং বিভাগে শিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছেন। শিক্ষক হওয়ার পর তারা তৎকালীন বিএনপি সরকারের সহযোগিতায় ফারুক হত্যা মামলার চার্জশিট থেকে তাদের নাম বাদ দেয়।

'৯৪ সালে জুনের মাঝামাঝি সময়ে ছাত্রদল চবিতে অবরোধের ডাক দেয়। সেই অবরোধ চলাকালে ছাত্রদলের তৎকালীন সাংগঠনিক সম্পাদক মো. মুসাকে শিবির ধরে নিয়ে রেলক্রসিং মাজারের সামনে হাত-পা বেঁধে পিটিয়ে হত্যা করে। প্রশাসন এবং ছাত্রদল শিবিরকে দায়ী করে পৃথক দুটি মামলা করে। কিন্তু সেই মামলাও আজ পর্যন্ত আলোর মুখ দেখেনি।

এরপর ১৯৯৭ সালের ৩ সেপ্টেম্বর চবি স্টেশনের মোজাম্মেল কটেজে শিবির হামলা চালায়। এ সময় শিবিরের গুলিতে গুরুতর আহত চবি'র মেধাবী ছাত্র আমিনুল ইসলাম বকুল হাসপাতালে নেয়ার পথে মারা যায়। শিবিরের মো. নাসিরুল্লাহ ও কামাল মতিনকে প্রধান আসামি করে সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী ছাত্রঐক্য এবং প্রশাসন দুটি মামলা করে। সেই মামলার চার্জশিট পর্যন্ত পুলিশ দেয়নি।

১৯৯৮ সালের মে মাসেই চবিতে ঘটে পৃথক ৫টি হত্যাকাণ্ড। ওই বছরের ৬ মে শিবির হল দখল করতে গিয়ে ভর্তি পরীক্ষার্থী মো. আইয়ুব আলীকে আমানত হলের ৪র্থ তলার ৪৩৯ নম্বর থেকে ধরে নিয়ে যায়। পরে তাকে হলের পেছনে নিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়। এ সময় পুলিশের পাল্টা গুলিতে শিবিরের দু'জন বহিরাগত সন্ত্রাসীও মারা যায়। তবে তাদের পরিচয় গোপন রাখার জন্য শিবির নিজ উদ্যোগেই লাশ দুটি সরিয়ে ফেলে।

এ সময় পুলিশ শিবিরের তৎকালীন সভাপতি মাহবুব, সাধারণ সম্পাদক মুজিবুর রহমান মঞ্জুকে দায়ী করে মামলা করা হয়; কিন্তু মূল আসামির কাউকে আজ পর্যন্ত পুলিশ গ্রেফতার করতে পারেনি। উপরন্তু সেই মামলায় গ্রেফতারকৃত মো. শরীফ উদ্দিন বর্তমানে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ বিভাগের গোয়েন্দা শাখার এসি হিসেবে কর্মরত রয়েছে। এরপর মাত্র ৬ দিনের ব্যবধানে ১২ মে শিবির নগরীর বটতলী স্টেশনে সাধারণ ছাত্রদের ওপর হামলা চালায়। সেই হামলায় গুরুতর আহত ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী সঞ্জয় তলাপাত্র হাসপাতালে নেয়ার পথে মারা যায়।

এর ২ দিন পর ১৫ মে ছাত্রলীগের তৎকালীন সভাপতি আজাদকে শিবির অপহরণ করার প্রতিবাদে ছাত্রলীগ শিবিরের জুবায়েরকে অপহরণ করে। সে সময় শিবিরের নির্মম নির্যাতনের শিকার আজাদ আজও দাঁড়াতে পারেনি। অন্যদিকে ছাত্রলীগ সে সময় জুবায়েরকেও হত্যা করে। একই মাসের ১৯ মে চবি শিক্ষক বাস নগরীর চকবাজারে পৌঁছলে শিবির বাসে এলোপাতাড়ি গুলি ছোড়ে। এ সময় শিক্ষক ড. আহমদ নবীর ছেলে মেধাবী ছাত্র মুশফিকুর রহমান মাথার পেছনে গুলি লাগলে মারা যায়।

এরপর ১৯৯৯ সালের ১৯ ডিসেম্বর ছাত্রলীগ কর্মীরা শিবিরের বাংলা বিভাগের রহিমুদ্দিন ও ফিন্যান্স বিভাগের মাহমুদুল হাসানকে হত্যা করে বলে অভিযোগ ওঠে। সে সময় শিবির ছাত্রলীগ নেতা আজমল, তানভীর ও মেজবাহকে আসামি করে মামলা করে। পরে আজমল ও মেজবাহ পুলিশের হাতে ধরা পড়লেও জামিনে বের হয়ে যায়। সে মামলারও কোন সুরাহা হয়নি।

এদিকে চবিতে সর্বশেষ হত্যাকাণ্ড ঘটে ২০০১ সালে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর। এ বছরের ২৯ ডিসেম্বর শিবির হত্যা করে ছাত্রলীগের তৎকালীন সিনিয়র সহ-সভাপতি মোহাম্মদ আলী মুর্তজাকে। এ সময় তার পরিবার শিবির ক্যাডার হাবীব খান, বাইট্যা আলমগীর, জাহিদসহ বেশ কয়েকজনকে আসামি করে মামলা করে।

চবি প্রক্টর প্রফেসর ড. দিদারুল আলম চৌধুরী 'সংবাদ'কে বলেন, এসব আমার হাতে নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সব মামলা তার দেখার কথা থাকলেও তিনি এর কিছুই জানেন না। তিনি বলেন, এগুলো এখন রেজিস্ট্রারের দেখার কথা।

চবি ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মো. জহুরুল হক এ ব্যাপারে কথা বলতে চাননি। চবি উপাচার্য প্রফেসর ড. এম বদিউল আলমের সঙ্গেও বেশ কয়েকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাকে পাওয়া যায়নি।